চাঁদবাজদের পুনর্বাসন নয়, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবো

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে চাঁদাবাজদের পুনর্বাসন নয়, বরং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে তাদের চাঁদাবাজিতে জড়াতে না হয়।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জামায়াত মনোনীত ও ১১ দল সমর্থিত মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান এবং মেহেরপুর-২ আসনের প্রার্থী নাজমুল হুদার সমর্থনে এই জনসভার আয়োজন করা হয়।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘মেহেরপুর ছোট জেলা, মাত্র তিনটি উপজেলা। মানুষ একে অপরকে চেনে। অথচ এই জেলাও চাঁদাবাজদের দখলে চলে গেছে। জনগণের রায়ে আমরা ক্ষমতায় এলে এই মানুষগুলোর দায়িত্ব আমরা নেব। তাদের কাজ দেব, যাতে চাঁদাবাজি করতে না হয়।’

নির্বাচন প্রসঙ্গে জামায়াত আমির বলেন, ‘হ্যাঁ মানে আজাদি, না মানে গোলামি। আমাদের প্রথম ভোট হবে হ্যাঁ ভোট। সবাই হ্যাঁ ভোট নিশ্চিত করলে দেশ বিজয়ী হবে। ভোটের দিন কেন্দ্র পাহারা দিতে হবে। কেউ ভোট ডাকাতি করতে এলে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।’ গত ৫৪ বছরের শাসকদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘এই সময়ের মধ্যে দেশে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হয়নি। তরুণ সমাজ মাদক ও নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে। তাদের জন্য আমাদের মায়া হয়। দায়িত্ব পেলে দেশকে ফুলের মতো সাজাবো, যাতে মানুষ দেশ নিয়ে গর্ব করতে পারে।’

চাঁদাবাজি ও দুর্নীতির বিষয়ে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়ে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা চাঁদাবাজি করবো না, দুর্নীতি করবো না, দুর্নীতিকে প্রশ্রয়ও দেবো না। মানুষ ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কাকে ভোট দেবে।’

বেকার ভাতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমরা বেকার ভাতা দেবো না, রাষ্ট্রের টাকা থাকলেও না। ভাতা দিলে বেকারত্ব কমে না, বরং বাড়ে। আমরা ভাতা নয়, কাজ দেবো।’

তিনি আরও বলেন, তরুণদের শক্তিতেই দেশ এগিয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যেই যুব সমাজকে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

জনসভা শেষে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান মেহেরপুরের দুইটি আসনের প্রার্থীদের হাতে দলীয় নির্বাচনী প্রতীক দাঁড়িপাল্লা তুলে দেন এবং উপস্থিত নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের কাছে ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে সহযোগিতা কামনা করেন।

সমাবেশে মেহেরপুর জেলার জামায়াত ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে সমাবেশ স্থল কানাই কানাই পূর্ণ হয়ে যায়। সমাবেশ মঞ্চে এনসিপির নেতৃবৃন্দসহ ১০ দলীয় জোটের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমীরের আগমন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

আগামীকাল সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীর ডা. শফিকুর রহমানের মেহেরপুরে আগমন উপলক্ষে জেলায় কর্মরত প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও মাল্টিমিডিয়া মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে আজ রবিবার (২৫ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় শহরের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন। তিনি বলেন, জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমীর ডা. শফিকুর রহমান নির্বাচনী কার্যক্রমে এর আগে কখনো মেহেরপুরে আসেননি। এটি মেহেরপুরবাসীর জন্য একটি আকাঙ্ক্ষিত আগমন। এ উপলক্ষে আমাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, শহরের প্রাণকেন্দ্র সরকারি হাই স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে সমাবেশের ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে। শহরের বাইরে থেকে

আগত মানুষের গাড়ি শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তারা শহরের বাইরে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে সমাবেশস্থলে আসবেন। এ বিষয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে এবং তারা সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন, যাতে জনসাধারণের দুর্ভোগ না হয়।

ইকবাল হোসেন বলেন, মেইন রোড খোলা রাখা হবে, তবে কিছু পকেট রোড সাময়িকভাবে বন্ধ থাকতে পারে। আমাদের নিজস্ব ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রশাসনের ট্রাফিক ব্যবস্থাও থাকবে। আমীরে জামায়াতের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।

তিনি বলেন, আগামীকালের সমাবেশ মেহেরপুরবাসীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হবে। মেহেরপুরের যে সকল অপূর্ণতা রয়েছে, আমীরে জামায়াত তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সেগুলো তুলে ধরবেন এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে সেগুলো বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি আগামী ২৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীরের মেহেরপুর আগমন উপলক্ষে সকল সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

“ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন”

জামায়াতে ইসলামী এদেশে ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। সেজন্য দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট এবং দোয়া চাই। গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামে গণসংযোগকালে এ আবেদন জানান, জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা।

গতকাল বিকালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনিত প্রার্থী নামজুল হুদা ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)’র কেন্দ্রীয় যুগ্ম সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নির্বাচনী গণসংযোগকালে এই আবেদন জানান। এসময় গাংনী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, এনসিপির জেলা সংগঠক ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সাবেক সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলামসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নাজমুল হুদা বলেন, আমরা ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। যেখানে নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব সবাই একসাথে বাস করতে পারেন। সাধারণ মানুষ অফিস আদালতে কোনো হয়রানি ও ঘুষ বিহীন তাঁদের সেবা পাবে। সমাজ থেকে ঘুষ দূর্নীতি ও মাদক বন্ধ হবে।

এসময় এনসিপির কেন্দ্রিয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়তে এবং ঘুষ দূর্নীতি চিরতরে উৎখাত করতে ১২ তারিখের নির্বাচনে গণতন্ত্রের পক্ষে হ্যাঁ ভোট দিন। তিনি বলেন, গণভোটে হ্যাঁ মানে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সংস্কার ও নতুন সংবিধানের পক্ষে, হ্যাঁ মানে অধিকার নিশ্চিত, হ্যাঁ মানে জুলাই শহীদদের রেখে আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন, হ্যাঁ মানে ১৯৭১, ১৯৫২ আর ১৯৪৭ এর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া।

দর্শনায় ইটভাটার শ্রমিকদের সঙ্গে জামায়াত প্রার্থীর গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পাঁচটি ইটভাটার শ্রমিকদের সঙ্গে নির্বাচনী গণসংযোগ করেছেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য প্রার্থী রুহুল আমিন। তিনি দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত দর্শনা পৌর এলাকার পাঁচটি ইটভাটায় কর্মরত সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি গণসংযোগ করেন তিনি। এ সময় শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ভোট ও দোয়া প্রার্থনা করেন।

গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রকেট শাহজাহান, অ্যাডভোকেট আসাদুল্লাহ, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি সাগর আহমেদ এবং দর্শনা পৌরসভার আমির শাহিকুল আলম অপু প্রমুখ।

জীবননগরে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করলেন জামায়াত প্রার্থী রুহুল আমিন

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মো. রুহুল আমিন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কবর জিয়ারত করে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। পরে তিনি জীবননগরে কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে জীবননগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জীবননগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান।

মতবিনিময় সভায় রুহুল আমিন আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজের নির্বাচনী অঙ্গীকার, উন্নয়ন ভাবনা এবং এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, স্থলবন্দর বাস্তবায়ন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে তিনি কাজ করতে চান। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের ভূমিকা ও সহযোগিতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মাজলিসুল মুফাসসিরিন সূরা সভাপতি হাফিজুর রহমান, সাবেক জেলা আমীর আনারুল হক মানিক, জেলা নায়েবে আমীর আজিজুর রহমান, উপজেলা নায়েবে আমীর শাখাওয়াত হোসেন, জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি এম. আর. বাবু, সাধারণ সম্পাদক নুর আলম, সাংবাদিক সালাউদ্দিন কাজল, নারায়ণ ভৌমিক, কাজী শামসুর রহমান, আকিমুল ইসলাম, মিঠুন মাহমুদ, জামাল হোসেন খোকন, এম. আই. মুকুল, জাহাঙ্গীর আলম, বশির উদ্দিন বিশ্বাস, মুন্সী রায়হান উদ্দিন, তুহিনুজ্জামান, মুতাসিন বিল্লাহ, হাসান নিলয়, দাউদ হোসেন প্রমুখ।

কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে জামায়াত প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মেহেরপুর জেলা শাখার আমির তাজ উদ্দিন খান আজ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন।

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় শহীদ জামায়াত নেতা তারেক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের কবর জিয়ারত করে দোয়া ও ফাতেহা পাঠ শেষে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ থেকে তিনি প্রচারণা কার্যক্রমের সূচনা করেন। পরে বিকেলে তিনি শহরের বড়বাজার ও কাঁচাবাজার এলাকায় গণসংযোগ ও নির্বাচনী প্রচারণা চালান।

প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাহবুব উল আলম, সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের আমির খান জাহান আলী, জেলা বায়তুলমাল সেক্রেটারি জারজিস হোসাইন, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনই তাদের মূল লক্ষ্য। তারা বলেন, আইনের

শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান সবার জন্য একই আইন প্রযোজ্য হবে। কোনো ব্যক্তি বা পদমর্যাদার কারণে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে থাকতে পারবে না। এই নীতির ভিত্তিতেই তারা জনগণের সমর্থন চেয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন।

এই প্রচারণা শুরুর মাধ্যমে মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের নেতৃত্বে দলীয় নেতাকর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও জনসংযোগ কার্যক্রম জোরদার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিন পর মুক্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হওয়ায় দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

দামুড়হুদায় সাংবাদিকদের সঙ্গে জামায়াত প্রার্থীর মতবিনিময়

দামুড়হুদায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ প্রচারণার সূচনা উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী রুহুল আমীনের সঙ্গে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২টার সময় প্রেসক্লাবের সভাকক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর রুহুল আমীন। তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় রুহুল আমীন বলেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেশের গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতির বিষয়ে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জনগণের কল্যাণে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জীবননগরে স্থলবন্দর বাস্তবায়ন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে তিনি কাজ করতে চান।

তিনি আরও বলেন, জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে নির্বাচনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাংবাদিকদের নিরপেক্ষভাবে সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানান। নির্বাচিত হলে তিনি এলাকার শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নৈতিকতা ও সামাজিক উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবেন বলেও জানান। পাশাপাশি দুর্নীতি ও অনিয়মমুক্ত সমাজ গঠনে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সভায় উপস্থিত সাংবাদিকরা বিভিন্ন সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়, নির্বাচনী পরিবেশ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করেন। এ সময় প্রার্থী রুহুল আমীন সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মাজলিসুল মুফাসসিরিন সূরা সভাপতি হাফিজুর রহমান, সাবেক জেলা আমীর আনারুল হক মানিক, জেলা নায়েবে আমীর আজিজুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা আমীর নায়েব আলী, সেক্রেটারি আবেদ উদদৌলা টিটন, সহকারী সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম জিয়া, সদর ইউনিয়ন আমীর আবুল কাশেম প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জামায়াতের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের হিজুলি গ্রামে প্রায় ৪০টি টিউবওয়েল বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন হিজুলি গ্রামের বাসিন্দা ও বিএনপি কর্মী আব্দুল হামিদ। জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, গত ২০ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে হিজুলি গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় টিউবওয়েল, পাইপসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে গ্রামটির ২২ জনের নাম উল্লেখ করে মোট ৪০টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে বলে অভিযোগে দাবি করা হয়। অনেক বাড়িতে বর্তমানে টিউবওয়েল স্থাপন ও সংযোগের কাজ চলমান রয়েছে বলেও অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে।

অভিযোগকারী আব্দুল হামিদ বলেন, নির্বাচনের আচরণবিধি অনুযায়ী ভোটের আগে এ ধরনের উপহার বা সুযোগ-সুবিধা বিতরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অথচ প্রকাশ্যে টিউবওয়েল বিতরণের ঘটনায় স্থানীয় ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে।

অভিযোগে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই হিজুলি গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার বাসিন্দা বলে দাবি করা হয়।

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন বলেন, একটা এনজিও সেখানে টিউবওয়েল বিতরণ করেছে। যখন টিউবওয়েল বিতরণ করা হচ্ছিল সে সময় সেখানে স্থানীয় জামায়াতে ইসলামের দুই একজন লোক ছিল। অন্য পক্ষ এটাকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে টিউবল বিতরণ দাবি করে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে।

মেহেরপুর জেলার ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচনী চিফ এজেন্ট অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, এ বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। জেলা প্রশাসনের কাছে অনতিবিলম্বে বিষয়টির সঠিক তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি আমরা।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতে আমিরের আগমন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমানের চুয়াডাঙ্গা আগমন উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ৮টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের দলীয় কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা আমীর প্রভাষক শফিউল আলম বকুলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব বিভাগের সভাপতি শেখ নূর মোহাম্মদ হোসাইন টিপু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নায়েবে আমীর ইউসুফ আলী মাস্টার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আগামী ২৬ জানুয়ারি সোমবার বিকেল ৩টায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান চুয়াডাঙ্গা টাউন ফুটবল মাঠে আয়োজিত বিশাল নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখবেন। তিনি আরো বলেন, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের রায় নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে। এজন্য সকল পর্যায়ের জনশক্তিকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারি তরিকুল ইসলাম, অফিস সম্পাদক রফিকুল ইসলামসহ উপজেলা কর্মপরিষদের সদস্যবৃন্দ, ইউনিট সদস্য ও বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ। সভায় নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভা শেষে সকল ইউনিয়ন আমীর, সেক্রেটারি ও দায়িত্বশীলদের চুয়াডাঙ্গা নির্বাচনী অফিসে গিয়ে অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেলের দাঁড়িপাল্লা প্রতীক বরাদ্দের আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সভাটি সঞ্চালনা করেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মামুন রেজা।

শাকসু নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে মেহেরপুরে শিবিরের বিক্ষোভ

শাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ এবং নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বাদ আছর শহরের গড় মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে কোর্ট চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুস সালাম। এ সময় আরও বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মিছিলে উপস্থিত নেতাকর্মীরা বলেন, অতীতে আওয়ামী লীগ সরকার এ ধরনের নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করা এবং দিনের ভোট রাতে করার মতো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী চরিত্রে পরিণত হয়েছিল।

বক্তারা অভিযোগ করেন, বর্তমানে স্বৈরাচারী সরকারের মতো আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের জনগণ মেনে নেবে না।